সংবাদ

তারিখ 25 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ভিসির অপসারণ দাবিতে টাঙ্গাইলের ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত

● কুশপুত্তলিকা দাহ, ভর্তি কার্যক্রম ব্যাহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. খলিলুর রহমানের-দুর্নীতি, অনিয়ম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি লংঘন করে নিয়োগ-বাণিজ্যের প্রতিবাদে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গতকাল শনিবার বিক্ষুব্ধ শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ভিসির কুশপুত্তলিকা দাহ করে। আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা ভিসির অপসারণসহ ১৫ দফা দাবিতে ক্যাম্পাসে অবস্থান গ্রহণ করে। এ অবস্থায় ভিসির পক্ষের কয়েক কর্মকর্তা ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যান। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রমে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

আন্দোলনকারীরা জানায়, ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়মের কারণে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা থমকে গেছে। বিএনপিপন্থি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মো. খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্যসহ ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তিনি গত জোট সরকারের আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন অপকর্ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটিপতি বনে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তোয়াক্কা না করে অনুমোদন ছাড়াই মোটা অঙ্কের উৎকোচ গ্রহণ করে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করেন। নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের ৫ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের একটি তদন্ত দল ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তদন্ত করে।

২০০৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ভিসি প্রফেসর ড. মো. খলিলুর রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তার যোগদানের পর ২০০৩-০৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। তার যোগদানের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছিল ১৫৭, শিক্ষক ৮, কর্মকর্তা ১৭ জন, ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী ৩৪ জন ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ২৫ জন। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৬৫ জন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২০০৪ সাল থেকে পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের অনুমোদন দেয়। কিন্তু ভিসি প্রফেসর ড. খলিলুর রহমান ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করেন। বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ৩১, কর্মকর্তা ৬২, ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী ১৯২, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ১৭১ জন। এত অল্প সময়ে চাহিদার তুলনায় ভিসি দুর্নীতির মাধ্যমে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদিত পদ রয়েছে ২৫৬ জন। কিন্তু ভিসি অনুমোদিত পদের প্রায় দ্বিগুণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করেন। বর্তমানে এডহক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১৭১ জন। চাকরি স্থায়ীকরণের সংখ্যা ৩১৭ জন। মোট জনবলের সংখ্যা ৪৪৬ জন। এদের মধ্যে ৬৭ জনের চাকরি স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের কোন অনুমোদন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী শাহ মোহাম্মদ সরোয়ারুল ইসলাম এবং ভিসির সাবেক পিএস মো. মনির হোসেন মোল্লা'র যোগসাজশে একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়োগ-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ হাতিয়ে নেয়া হয়। প্রতি জনের কাছ থেকে ২ লাখ থেকে ৩ লাখ টাকা করে উৎকোচ গ্রহণ করে বিভিন্ন পদে এডহক ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হয়। এদের মধ্যে ১১৭ জনের চাকরি স্থায়ী না করায় তাদের বিরুদ্ধে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত শেষে ভিসির পিএস মনির হোসেন মোল্লার ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রমাণ পায়। পরে পিএস মনির হোসেন মোল্লাকে ওই পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

ভিসির দুর্নীতি, শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি, ছাত্রদের আবাসিক ও একাডেমিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির দাবিতে ১ মাস ধরে ক্যাম্পাসে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে বিক্ষুব্ধ শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন দাবিতে ভিসিকে রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে। পরে ভিসি সব দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

কিন্তু এরপরও দাবি পূরণ না হওয়ায় গতকাল শনিবার বিক্ষুব্ধ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা ভিসির অপসারণ, দুর্নীতির বিচার এবং তাদের ১৫ দফা দাবিতে দুপুরে ভিসির কুশপুত্তলিকা দাহ করে। এই সময় ভিসির অনুগত কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ভয়ে ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যায়। ভিসি ড. খলিলুর রহমান বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।